(১৫) উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার সময় আড়ৎদার / ক্রেতার তথা উপভোক্তার কাছে "রাসায়নিক পেস্টিসাইড ফ্রি বেগুন" বার্তা পৌঁছে দিন।

(১৬) গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ফসলের ক্ষেত্রে পোকার আক্রমন একটু বেশি হতে পারে সেক্ষেত্রে ফেরোমোন ফাঁদ ও জৈব কৃষি বিষে প্রতিকার সম্ভব না হলে ১-২ বার কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৭০% এস.পি. কৃষিবিষ ১ গ্রাম / লি. জলে স্প্রে করুন। সঙ্গে অবশ্যই ২০% বোরন ২ গ্রাম /লি. জলে মিশিয়ে দেবেন।

(১৭) ফসলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে পুরানো বেগুন গাছ গুলিকে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলুন ও ঐ দিনেই দূরের কোন জায়গায় শুকোতে দিন। দশ পনেরো দিনের মধ্যেই পুড়িয়ে ফেলুন বা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করুন। ছবির মত এই ভাবে গাদা করে রাখবেন না।

(১৮) পরপর দুইবার বেগুন চাষের মধ্যে অন্তত পক্ষে এক-দেড় মাস অন্তর দিন।

(১৯) পারস্পরিক সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে গ্রামের সকল বেগুন চাষিভাইরা একসঙ্গে এই ফাঁদ ব্যবহার করার কথা ভাবুন।

(২০) বাজারে বিষ মুক্ত বা পেস্টিসাইড ফ্রি বেগুন নিয়ে আসুন! ক্রেতা / উপভোক্তা ও আড়ৎদারদের কাছে বহুলাংশে প্রচার করুন, পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখুন, সকলকে এই সুস্বাদু ও সহজপাচ্য খাবারটি রসনাতৃপ্ত করার সুযোগ দিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে দিন।

তথ্য ও সংকলন - ডঃ ধনঞ্জয় মন্ডল, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (উদ্ভিদ সুরক্ষা)

প্রকাশক - ডঃ বিকাশ রায়, বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান

বিশদ জানার জন্য যোগাযোগ করুন -

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ICAR

চোপড়া - ৭৩৩২১৬, উত্তর দিনাজপুর, পঃ বঃ

মোবাইল - ৭৫৮৪০৭৭২১০, ই-মেইল ঃ udpkvk@gmail.com

বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো করা পোকার সম্পূরিত প্রতিকার ব্যবস্থা

বেগুন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ও সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়, যার সুস্বাদ ধাদ্যরসিক বাঙালীরা মনে আলোড়ন তোলে। বিগত কয়েক দশক থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য ফসলের চাষ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে সেই সঙ্গে সুস্বাদও কমে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ এই ফসলে হরেক রকমের পোকার আক্রমণ ঘটে, তবে ডগা ও ফল ফুটো করা পোকাই এর মূল সমস্যা। যার প্রতিকারের জন্য চাষিভাইরা অতিরিক্ত মাত্রায় বিভিন্ন কৃষি -বিষ বারবার প্রয়োগ করেন। তবুও এই পোকার আক্রমনের প্রতিকার করতে পারেনা। উপরন্তু চাষিভাইদের খরচা বাড়ে ও ক্রেতাকেও বেশি দামে কিনতে হয়। মাত্রাতিরিক্ত কৃষি-বিষ প্রয়োগের জন্যই এর সুস্বাদও নষ্ট হয়ে যায়। ফসলে ব্যবহৃত কৃষিবিষ শরীরে প্রবেশ করে ও পাকস্থলীতে জমা হয় নানারকম রোগ ব্যাধি সম্মুখীন হয়। এই জন্যই সব্জি ক্রেতারাও আজকাল বাজারে বেগুনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

এই জন্যই বেগুনের ডগা ও ফল ফুটো করা পোকা ও অন্যান্য পোকার প্রতিকার করতে ও উৎপাদনের খরচ কমাতে সারা বিশ্বের কৃষিবিজ্ঞানীদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় বেশ কয়েক বছর আগে এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবনা করা হয়েছে যাতে খুব সহজেই ও কম খরচেই এই পোকার প্রতিকার করা সম্ভব। এই সহজ প্রতিকার ব্যবস্থার নাম - "ফেরোমোন ফাঁদ" এর সাহায্যে এই পোকার পুরুষ মথকে ফাঁদে আটকে রেখে সত্রী মথের সঙ্গে মিলনে বাধা দেওয়া হয়। তখন ধীরে ধীরে পোকার সংখ্যা কমতে থাকে। যদি এই ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা উত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞঅন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রথম সারির প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মাধ্যমে ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজ করে চলেছে তবুও সারা জেলা জুড়ে এখনও বেশী প্রচার ও প্রসার ঘটেনি। তবে এলাকাভিত্তিক কিছু প্রসার ঘটেছে।

এই পোকার প্রতিকারের জন্য কিছু পরিচর্যারও প্রয়োজন সেগুলির দিকে প্রথমেই একটু নজর দিতে হবে -

(১) নতুন বীজতলা পুরানো বেগুন জমি বা পুরানো শুকানো বেগুন গাছের গাদার কাছাকাছি করবেন না।

(২) বীজ তলার আশেপাশের এলাকা আগাছা মুক্ত রাখুন।

(৩) চারা একটু বড় হলেইবা চারা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই নাইলন বা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে ফেলুন।

(৪) কীটদষ্ট বা পোকা আক্রান্ত চারাগাছ কখনই লাগাবেন না।

(৫) সুস্থ সবল সতেজ চারাগাছ রোপন করুন।

(৬) চারা লাগানোর আগে মূল জমিতে বা চারা গাছের গোড়ায় রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে জৈব কীটনাশক হিসাবে একর প্রতি ২০০-২৫০কেজি নিমখোল ব্যবহার করুন।

(৭) পোকার আক্রমণ শুরু হলেই ডগা ঢলতে / মরতে দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে প্রথমে সপ্তাহে ২-বার ও পরের দিকে ১-বার আক্রান্ত ডগা কেটে / ছেঁটে ফেলতে হবে।

(৮) আক্রান্ত কাটা বা ছাঁটা ডগাগুলি ১ফুট গর্ত করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(৯) পোকার আক্রমন দেখা মাত্র বা চারা লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পরে পোকার আক্রমণ দেখা না গেলেও যার সময় আগে আসবে সেই হিসাবে ফেরোমোন ফাঁদ একর প্রতি ২৫-৩০টি হারে (১০-১৫ মিটার দূরে দূরে) বড় খুটির সাহায্যে বেঁধে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিন যাতে ফাঁদের উচ্চতা গাছের উচ্চতার চেয়ে ১০-১৫ সেন্টিমিটার উপরে থাকে।

ডেল্টা ফাঁদ

পক্ষযুক্ত ফাঁদ

চুঙ্গি ফাঁদ

জল ফাঁদ

(১০) গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে ১০-১৫ দিন অন্তর ফেরোমোন ফাঁদ একটু একটু করে উপরের দিকে তুলে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ফাঁদের উচ্চতা সবসময় গাছের উচ্চতার চেয়ে ১০-১৫ সেমি উপরে থাকে। ফাঁদের টোপটি একমাস (২ মিলিগ্রাম) অন্তর অন্তর বদলে দিতে হবে।

(১১) আক্রমন খুব বেশী ঘটলে নিমজাতীয় কৃষি -বিষ ১০০০০ পি.পি.এম.২ মিলি প্রতি লিটার জলে প্রথম দিকে ১০-১২ দিন অন্তর ও পরে ২০-২৫ দিন অন্তর স্প্রে করুন।

(১২) গাছে ফল ধরতে শুরু করলে এই পোকাটি ডগার চেয়ে কচি ফলে বেশি আক্রমণ করে ও সেক্ষেত্রে বেগুন তোলার সময় ছোটো হলেও আক্রান্ত ফল বা কানা বেগুন তুলে ফেলুন ও সেগুলিকে পূর্ব উল্লেখিত ডগার ন্যায় পুতে ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন বা গরু ও ছাগলকে খাওয়াতে পারেন কখনও আলের দিকে বা জমির বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবেন না।

(১৩) রাসায়নিক কৃষি -বিষ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন-তাতে সাদা মাছি, মাকড়, শোষক জাতীয় শত্রুপোকার সংখ্যা খুব একটা বৃদ্ধি পাবে না। সেই সঙ্গে ফল ফুটো করা পোকার আক্রমণও কম হবে।

(১৪) আজকাল বেশি রসায়নিক কৃষি-বিষ প্রয়োগের ফলেই জমির এই সব বন্ধু পোকা মারা যায় ও তখন উপরের উল্লেখিত শত্রুপোকার সংখ্যা বেড়ে যায় ও ফসলের ক্ষতি করে। কেননা অতীতে যখন রাসায়নিক কৃষি বিষের এত প্রচলন ছিলনা তখনও এই সব বন্ধু পোকারাই শত্রু পোকাদের দমন করত।